*** নূন সাকিন ও তান্‌বীনের বিবরণ ***

১) প্রশ্নঃ- হরকত কাকে বলে ?

উত্তরঃ- এক যবর, এক যের ও এক পেশকে হরকত বলে।

যেমনঃ- ـُ ـِ ـَ + ـُ ـِ ـَ

২) প্রশ্নঃ- হরকতের উচ্চারণ কিভাবে করতে হয় ?

উত্তরঃ- হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

যেমনঃ- بُ - بِ - بَ + اُ — اِ — اَ

৩) প্রশ্নঃ- নূন সাকিন কাকে বলে ?

উত্তরঃ- জযম ওয়ালা নূন কে নূন সাকিন বলে।

যেমনঃ- نْ + نْ

৪) প্রশ্নঃ- তান্‌বীন কাকে বলে?

উত্তরঃ- দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তান্‌বীন বলে।

যেমনঃ- ـٌ + ـٍ + ـً

৫) প্রশ্নঃ- জযম ওয়ালা হরফ কয়বার পড়া যায়?

উত্তরঃ- জযম ওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সাথে মিলাইয়া একবার পড়া যায়।

যেমনঃ- اُنْ - اِنْ - اَنْ

৬) প্রশ্নঃ- তাশদীদ ওয়ালা হরফ কয়বার পড়া যায়?

উত্তরঃ- তাশদীদ ওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সাথে (জযমের মত) এবং দ্বিতীয় বার নিজ হরকতের সাথে পড়া যায়।

যেমনঃ- اَمَّ - اَبَّ - اَنَّ

৭) প্রশ্নঃ- নূন সাকিন ও তন্‌বীন কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ- নূন সাকিন ও তন্‌বীন চার প্রকার।

যেমনঃ- **১**) ইজহার **২**) ইকলাব বা কল্ব **৩**) ইদগম **৪**) ইখফা।

৮) প্রশ্নঃ- ইজহার শব্দের অর্থ কি?

উত্তরঃ- ইজহার শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া পড়া।

৯) প্রশ্নঃ- ইজহারের হরফ কয়টি ও কি কি

উত্তরঃ- ইজহারের হরফ ৬টি **যেমনঃ-** خ غ - ح ع - ه ء

১০) প্রশ্নঃ- ইজহার কাকে বলে?

উত্তরঃ- নূন সাকিন ও তান্‌বীনের বামে ইজহারের ৬টি হরফের কোন একটি হরফ আসে, তাহলে ঐ নূন সাকিন ও তান্‌বীনকে পরিষ্কার বা স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। এভাবে পরিষ্কার করিয়া পড়াকে ইজহার বলে।

যেমনঃ- مِنْ اَجَلٍ – عَذَا بٌ اَلِيْمٌ

১১) প্রশ্নঃ- ইকলাব শব্দের অর্থ কি?

উত্তরঃ- ইকলাব শব্দের অর্থ বদল করিয়া পড়া।

১২) প্রশ্নঃ- ইকলাবের হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- ইকলাবের হরফ একটি (ب) বা।

১৩) প্রশ্নঃ- ইকলাব কাকে বলে?

উত্তরঃ- নূন সাকিন ও তান্‌বীনের বামে ইকলাবের একটি হরফ “ب” (বা) আসলে উক্ত নূন সাকিন ও তান্‌বীন কে “م”(মিম) দ্বারা বদল করিয়া ইখফা গুন্নাহ সহকারে পড়িতে হয় এভাবে বদল করিয়া পড়াকে ইকলব বলে।

যেমনঃ- سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ - مِنْ بَأْسٍ

১৪) প্রশ্নঃ- ইদগম শব্দের অর্থ কি?

উত্তরঃ- ইদগম শব্দের অর্থ মিলাইয়া পড়া ।

১৫) প্রশ্নঃ- ইদগম কাকে বলে?

উত্তরঃ- ي- ر- م - ل - و- ن শব্দে বর্ণিত ছয়টি হরফের কোন একটি হরফ যদি নূন সাকিন ও তানবীনের বামে ভিন্ন শব্দের প্রথমে আসলে তখন ঐ নূন সাকিন ও তানবীন যুক্ত হরফটিকে পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে হয়। এভাবে মিলাইয়া পড়াকে ইদগম বলে।

যেমনঃ- مَنْ يَّفْعَلُ- مَنْ لاَّ يُجِبْ

১৬) প্রশ্নঃ- ইদগমে বা গুন্নার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- ইদগমে বা গুন্নার হরফ (৪)চারটি

যেমনঃ- ن - م -و -ي

১৭) প্রশ্নঃ- ইদগমে বেলা গুন্নার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- ইদগমে বেলা গুন্নার হরফ (২)দুইটি

যেমনঃ- ل -ر

১৮) প্রশ্নঃ- ইদগমে বা গুন্নাহ কাকে বলে?

উত্তরঃ- নূন সাকিন ও তানবীনের বামে ইদগমের বা গুন্নার (৪)টি হরফের কোন (১)একটি হরফ ভিন্ন শব্দের প্রথমে আসলে ইদগম গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়।

যেমনঃ- مَنْ يَّفْعَلُ - قَوْ مٌ مُسْرِفُوْن

১৯) প্রশ্নঃ- ইদগমে বেলা গুন্নাহ কাকে বলে?

উত্তরঃ- নূন সাকিন ও তানবীনের বামে ইদগমের বেলা গুন্নার (২)টি হরফের কোন (১)একটি হরফ ভিন্ন শব্দের প্রথমে আসলে গুন্নাহ ব্যতীত মিলাইয়া পড়িতে হয়

যেমনঃ- رِزْقَلَّكُمْ – مِنْ رَّحْمَةِ

২০) প্রশ্নঃ- ইখফা শব্দের অর্থ কি?

উত্তরঃ- ইখফা শব্দের অর্থ গোপন করিয়া পড়া।

২১) প্রশ্নঃ- ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- ইখফার হরফ ১৫টি।

যেমনঃ- ت ث ج د ذ ز- س ش ص ض ط ظ - ف ق ك

২২) প্রশ্নঃ- ইখফা কাকে বলে?

উত্তরঃ- নূন সাকিন ও তানবীনের বামে ইখফার ১৫টি হরফের মধ্যে কোন একটি হরফ যদি নূন সাকিন ও তানবীনের বামে আসে তাহলে ঐ নূন সাকিন ও তানবীন কে অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারন করিয়া পড়িতে হয়, এভাবে গোপন করিয়া পড়াকে ইখফা বলে।

যেমনঃ- اَنْتَ – قَوْمً تَجْهَلُوْنَ

২৩) প্রশ্নঃ- ওয়াজিব গুন্নাহ কাকে বলে?

উত্তরঃ- হরকতের বামে مّ বা نّ তাশদীদ হইলে উহাকে গুন্নাহ করে পড়িতে হয়, উহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।

যেমনঃ- جَنّٰتٍ – جَهَنَّمَ– اِنَّ – لَمَّا